(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ জানুয়ারী ২০২২

শিল্পদূষণে বিপন্ন হবিগঞ্জের প্রাণ ও প্রকৃতি শীর্ষক মতবিনিময় সভা

১২ জানুয়ারি,২০২২ ইং তারিখে হবিগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-বাপা ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার এর উদ্যোগে "শিল্পদূষণে বিপন্ন হবিগঞ্জের প্রাণ ও প্রকৃতি" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক-বেন-এর সহ-সভাপতি ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ। বাপা হবিগঞ্জ জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ্যাডভোকেট মনসুর উদ্দিন আহমেদ ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সম্মানিত অতিথি ছিলেন কর্নেল এম এ সালাম বীর প্রতীক, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাপা সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম কিম, মূল বক্তব্য রাখেন বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল।

আলোচনায় অংশ নেন সরকারি মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, প্রতীক থিয়েটারের সভাপতি ডাঃ সুনীল বিশ্বাস, মাধবপুর অঞ্চলের পরিবেশ আন্দোলন সংগঠক আবদুল কাইয়ুম, সাংবাদিক শাহাবুদ্দিন শুভ, কাউসার আহমেদ রুমেল প্রমুখ। সভার শুরুতে "শিল্প দূষণে বিপন্ন হবিগঞ্জের প্রাণ ও প্রকৃতি" বিষয়ক মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন দেন বাপা হবিগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল।

ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, হবিগঞ্জের প্রাণ ও প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের এখনই সংঘবদ্ধ হতে হবে। যে সব শিল্প-কারখানার মাধ্যমে এখানে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে, ওই সব কোম্পানির পরিবেশ বিধ্বংসী ভূমিকার কথা বিদেশের গনমাধ্যমে তুলে ধরুন। বলুন যে, আপনারা আমাদের যে কোম্পানিগুলোকে চিনেন , তাদের প্রকৃত চেহারা কিন্তু এই ধরনের। এর সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলুন । মানুষ সচেতন হলে পরিবেশ বিধ্বংসী সকল অপতৎপরতা বন্ধ হতে বাধ্য।

বৈকুণ্ঠপুর চা বাগানের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ ও জরুরীভাবে খাদ্য সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক বরাবর চিঠি প্রদান

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র পক্ষ থেকে বাগানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের মজুরী, ভাতা ও রেশন প্রদানের দাবীতে ১৬ জানুয়ারি,২০২২ ইং তারিখে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসন বরাবর চিঠি প্রদান করা হয়।

চিঠিতে বলা হয় যে এক শ্রমিকের ঘর নির্মাণকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনার পর ৩৮ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে হবিগঞ্জের বৈকণ্ঠপুর চা বাগান। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এ বাগানের ৪৫০ শ্রমিক। মালিক পক্ষ বাগান বন্ধ করে দেওয়ায় মজুরি-রেশনও বন্ধ রয়েছে । ৩৮ দিন ধরে মজুরি বন্ধ থাকায় অনেকটা মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে নিম্ন আয়ের এই শ্রমিকদের। এমতাবস্থায়, সমস্যা সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নেয়া এবং নিরীহ চা শ্রমিকদের পরিবারকে মানবেতর অবস্থা থেকে রক্ষা করতে অবিলম্বে জেলা প্রশাসনের বিশেষ সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ জানুয়ারী ২০২২

পলিথিন বিরোধী সচেতনামূলক লিফলেট বিতরণ, বুড়িগঙ্গা নদীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন কর্মসূচি

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন, পলিথিন, প্লাষ্টিক, বিপজ্জনক রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পরিবেশবাদী যুব সংগঠন গ্রীন ভয়েসের যৌথ উদ্যোগে ২১ জানুয়ারী তারিখ শুক্রবারে পলিথিন বিরোধী সচেতনামূলক লিফলেট বিতরণ, বুড়িগঙ্গা নদীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ১০ টায় টাউনহল (মোঃপুর) থেকে শুরু হয়ে হাজারীবাগ, কামরাঙ্গীর চর এবং বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাট এলাকা পর্যন্ত কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। বাপার যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস-এর নেতৃত্বে উক্ত প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)-এর অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ক ও বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য কামরুল আহসান খান, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক ও পলিথিন, প্লাষ্টিক, বিপজ্জনক রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য সচিব ও গ্রীন ভয়েসের সমন্বয়কারী আলমগীর কবির, বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক হুমায়ন কবির সুমনসহ বাপা ও গ্রীন ভয়েসের অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

চলনবিলের বর্তমান অবস্থা ও করনীয় -শীর্ষক চলনবিল রক্ষা আন্দোলনের সাংগঠনিক সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও চলনবিল রক্ষা আন্দোলন এর উদ্যোগে ২২ জানুয়ারি, ২০২২ ইং তারিখে আরডিএ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গুরুদাসপুরে চলনবিল বিষয়ক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চলনবিল রক্ষা আন্দোলন জাতীয় কমিটির সদস্য আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চলনবিল বিষয়ক সাংগঠনিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। "চলনবিলের বর্তমান অবস্থা ও করনীয়" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন-চলনবিল রক্ষা আন্দোলনের জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব এস এম মিজানুর রহমান।

শরীফ জামিল বলেন চলনবিল হচ্ছে বাংলাদেশের কিডনি। চলনবিল আজ পানি শূন্য হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। চলনবিলের পানি পদ্মা এবং যমুনাকে লীড করতো আগে। এই চলনবিল রক্ষা আন্দোলনকে জনসম্পৃক্ত করে গণ আন্দোলনে রুপ দিতে হবে। আন্দোলন একটি ইমোশনাল বিষয়। আপনি চলনবিলকে ভালোবাসেন, তাই চলনবিল রক্ষা আন্দোলন করছেন। আপনি নদীকে ভালোবাসেন বলেই নদী রক্ষা আন্দোলন করছেন। চলনবিল রক্ষা না হলে দেশের জীববৈচিত্র্য ধংস হয়ে যাবে। পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। চলনবিল এবং নদী রক্ষা আন্দোলন বাস্তবায়নে ও পরিকল্পনা গ্রহণে দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন-আন্দোলন কার্যকরি করতে এখনই সমন্বয় কমিতি গঠন করতে হবে। অঞ্চল ভিত্তিক মত বিনিময় সভা করতে হবে। স্থানীয় ঘটনাগুলোকে টার্গেট করে আন্দোলন করতে হবে। চলনবিলকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। মৎস্য সম্পদ, শামুক, পাখি ও জলজ সম্পদসহ চলনবিলের প্রতিটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলন সফল করতে হলে আন্দোলনের স্বপক্ষের নেতাকে খুঁজে নিতে হবে। আন্দোলনে লেগে থাকতে হবে তবেই জয় সুনিশ্চিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

সাংগঠনিক সভায় চলনবিল সংশ্লিষ্ট নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া এবং পাহাড়ি অঞ্চল সিলেটসহ ৭ জেলার ১৬ উপজেলা থেকে অর্ধ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ জানুয়ারী ২০২২

ঢাকায় বিপজ্জনক মাত্রায় ঢাকার বায়ুদূষণ: জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর উদ্যোগে ২৭ই জানুয়ারি, ২০২২ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলন-ায়তনে, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় বিপজ্জনক মাত্রায় ঢাকার বায়ু দূষণ: জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক এবং স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যনন কেন্দ্র (ক্যাপস)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। এছাড়াও এতে বক্তব্য রাখেন বাপা'র নির্বাহী কমিটির সদস্য এম এস সিদ্দিকী, ইবনুল সাঈদ রানা, ক্যাপসের গবেষণা শাখার প্রধান আব্দুল্লাহ আল নাঈম এবং যুব বাপা'র সদস্য সচিব রাওমান স্মিতাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঢাকার বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে ক্যাপসের পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, নগর পরিকল্পনায় ঘাটতি, আইনের দুর্বলতা, আইন প্রয়োগের সীমাবদ্ধতায় ঢাকার বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলেন ২০১৬ হতে ২০২১ সালের অর্থাৎ গত ৬ বছরের জানুয়ারি মাসের বায়ুমান সূচক বা এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে গড় বায়ু দূষণের পরিমাণ বেড়েছে ৯.৮ শতাংশ। ২০২২ সালে জানুয়ারি মাসে ২৫ দিনের গড় বায়ুমান সূচক ২১৯.৫২ তে এসে দাঁড়িয়েছে যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। অধ্যাপক মজুমদার বলেন, গবেষণায় তথ্য -উপাত্ত বিশ্লেষন করে আরও দেখা যায় যে, জানুয়ারি মাসে ঢাকার মানুষের একদিনের জন্যও ভালো বায়ু সেবন করার সৌভাগ্য হয়নি, বায়ুমান বেশিরভাগ সময় "অস্বাস্থ্যকর" থেকে "খুবই অস্বাস্থ্যকর" অবস্থায় ছিল এবং গত ছয় বছরের মধ্যে ঢাকার মানুষ মাত্র ২ শতাংশ (৩৮ দিন) সময় ভালো বায়ু গ্রহন করে। তিনি আরো বলেন, দৈনিক ২৪ ঘন্টার ভিত্তিতে ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের মান সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে থাকে রাতের বেলায়। ক্যাপস এর তথ্য মতে, ঢাকা শহরে বিকাল ৪ টার পর থেকে বায়ু দূষণের মান খারাপ হতে শুরু করে এবং যা রাত ১১ টা থেকে ২ টা এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে। গত ছয় বছরে গড় বায়ুর মান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রাত ১ টার সময় বায়ুমান সূচক ছিল ১৬২ যা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ। রাত ১০ টার পর উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে প্রচুর মালবাহী ট্রাক ঢাকা শহরে প্রবেশ করে যার কারনে এই সব যানবাহন থেকে রাতে প্রচুর বায়ুদূষণ হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো রাতের বেলায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঝাড়ু দেওয়ার নিয়ম চালু রয়েছে যার কারনে বাতাসে ধূলাবালি উড়তে না পারে। রাতের বেলায় যেহেতু দিনের চেয়ে তাপমাত্রা কম থাকে সেহেতু ধূলাবালি বাতাসে বেশী সময় ধরে অবস্থান করে বলে তিনি মনে করেন। ঢাকা শহরের ১০ টি স্থানের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ২০২১ সালে ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দূষিত ছিল তেজগাঁও এলাকা (প্রতি ঘন মিটারে ৭০ মাইক্রোগ্রাম) এবং পরের অবস্থানে রয়েছে শাহবাগ এলাকা (প্রতি ঘন মিটারে ৬৮ মাইক্রোগ্রাম)। তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায়, প্রত্যেকটি স্থানের গড় বস্তুকণা ২.৫ ছিল নির্ধারিত মান মাত্রার কয়েক গুণ বেশি। গবেষণা অনুযায়ী আহসান মঞ্জিল, আবদুল্লাহপুর, মতিঝিল, ধানমন্ডি-৩২, সংসদ ভবন, আগারগাঁও, মিরপুর-১০ এবং গুলশান-২ এই এলাকা গুলোতে গড় বস্তুকণা ২.৫ ছিল প্রতি ঘন মিটারে যথাক্রমে ৫৭, ৬২, ৬০, ৬৩, ৫৯, ৬১, ৬৬ এবং ৬৫ মাইক্রোগ্রাম এবং যা নির্ধারিত মান মাত্রার প্রায় ৪-৫ গুণ বেশি। বায়ু দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পরিশেষে তিনি সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ এবং জনসচেতনতার উপর গুরুত্ব দেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল বলেন, ঢাকা নগরের বায়ুর মান ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে হতে বিপজ্জনক পর্যায়ে যাওয়ার পরও এ ব্যাপারে নাগরিকদেরকে অবগত না করাটা সরকারের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আন্তরিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তিনি অবিলম্বে সরকারকে ঢাকা শহরের বায়ু সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যথাসময়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করার দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, বায়ু দূষণের কারণে ঢাকায় একটি মানবিক বিপর্যয় হচ্ছে এবং আমরা সেই উন্নয়ন চাই না যে উন্নয়ন জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়।

বাপা'র নির্বাহী কমিটির সদস্য এম এস সিদ্দিকী বলেন, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ও নির্মাণ কাজের ফলে ঢাকার দূষণ বেশি হচ্ছে এবং এই দূষণ কমানোর জন্য ভ্যাকুয়্যাম ক্লিনার ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন সরকার নিজেদের পরিকল্পনা ও বাজেট যথাযথ খরচ করলে নির্মাণের যে দূষণ সেটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বাপার নির্বাহী কমিটির সদস্য ইবনুল সাঈদ রানা বলেন, গত এক দশক ধরে ব্যবহৃত সকল প্রকার মোবাইল এবং ইলেক্ট্রনিকস সামগ্রীর যে ব্যাটারিগুলো রয়েছে সেটা কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং সেগুলো থেকে কি পরিমান দূষণ হয় তার সঠিক হিসাব বের করতে তিনি সরকারের দায়িত্বশীল সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানান।

ক্যাপসের গবেষণা শাখার প্রধান আব্দুল্লাহ আল নাঈম বলেন, ধূলা দূষণের পাশাপাশি ঢাকা শহরে গ্যাসীয় দূষণ এবং বাতাসে ভারী ধাতু বিশেষ করে সীসা দূষণের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। এই ক্ষেত্রে সীসা দূষণের অন্যতম উৎস গুলো যেমন ব্যবহৃত ব্যাটারি এবং সালফার যুক্ত গ্যাসোলিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে তিনি জোর দাবি জানান।

যুব বাপার সদস্য সচিব রাওমান স্মিতা ঢাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং জনগণকে শক্তিশালী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলন থেকে শব্দ দূষণের ভয়াবহতা থেকে উত্তরণের জন্য ১৫ টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়-

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ ঃ

১. শুষ্ক মৌসুমে সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে ঢাকা শহরে প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর পর পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
২. নির্মাণ কাজের সময় নির্মাণ স্থান ঘেরাও দিয়ে রাখতে হবে ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহনের সময় ঢেকে নিতে হবে।
৩. রাস্তায় ধুলা সংগ্রহের জন্য সাকশন ট্রাকের ব্যবহার করতে হবে।
৪. অবৈধ ইট ভাটাগুলো বন্ধ করে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিকল্প ইটের প্রচলন বাড়াতে হবে।
৫. ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ফিটনেস বিহীন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রয়োজনে নম্বর প্লেট অনুযায়ী জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে গাড়ি চলাচলের প্রচলন করতে হবে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ ঃ

৬. সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে এবং ছাদ বাগান করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করতে হবে।
৭. ঢাকার আশেপাশে জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে।
৮. আলাদা সাইকেল লেনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. আগুনে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসাবে সেন্ড ব্লক এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে।
১০. সিটি গভর্নেন্স এর প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করতে হবে। সেবা সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ড স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ ঃ

১১. নির্মল বায়ু আইন-২০১৯ যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।
১২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা তৈরির জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নিয়মিত বায়ু পর্যবেক্ষন স্টেশন (ক্যামস) এর ব্যাপ্তি বাড়িয়ে ঢাকা শহরের সব এলাকাকে এর আওতাধীন করতে হবে। এছাড়াও বায়ু দূষণের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচলন করতে হবে।
১৩. সর্বোপরি সচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে বায়ু দূষণ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারা দেশের বায়ু দূষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
১৪.ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।
১৫. পরিবেশ ক্যাডার সার্ভিস এবং পরিবেশ আদালত চালু ও কার্যকর করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২১ তম বর্ষ ■ জানুয়ারী ২০২২

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd